ব্যয় মেটাতে শুধু রাজস্ব আদায় ও ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা নয়

রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে অর্থ পাচার রোধ হোক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

ভার্জুয়াল ভার্চুয়াল
সংবাদ সম্মেলন
২৪ জুন (বুধবার) ২০২০

equitybd

www.equitybd.net

ক. আভ্যন্তরিন রাজস্ব আদায়, বাজেট ঘাটতি ও করোনা প্রভাব

- মহামারী করোনাভাইরাসের কারনে শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতি আজ বিপর্যস্থ। ঠিক সে সময়,
- সরকার আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষনা করেছে, যা চলতি ২০১৯-২০ বছরের সংশোধিত বাজেটের ১৩% বেশি।
- রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৯% বেশি এবং মোট বাজটের ৬৭%।
- বাজেট ঘাটতি রয়েছে প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা যা মোট জিডিপির ৫.৮%। এই ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সরকারকে বৈদেশিক ঋণ, অভ্যন্তরিন উৎস (রাজস্ব ও অন্যান্য), ব্যাংক ঋণ এবং সঞ্চয়পত্র ও বন্ড বিক্রির উপর নির্ভর করতে হবে।
- নতুন বছরে ব্যাংক ঋনের পরিমান ১ লাখ ৯৮ হাজার ৮০৭ কোটি টাকা যা চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের চেযে ৩২% বেশি এবং প্রস্তাবিত বাজেটের ৩৫%। এই ব্যাংক ঋণের মধ্যে অভ্যন্তরিন ঋণ হচ্ছে ১লাখ ৯ হাজার ৯৮৩ কোটি টাকা যা মোট ঋণের ৫৫%।

ক. আভ্যন্তরিন রাজস্ব আদায় .. .. ..

- সরকারকে নতুন বছরে ৬৩,৮০১ কোটি টাকা সুদ পরিশোধ করতে হবে যা মোট বাজেটের প্রায় ১১% ।
- প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৫৬,৯০০ কোটি টাকা অভ্যন্তরিন ও বৈদেশিক ঋনের সুদ পরিশোধ করতে হয়।
  - অভ্যন্তরিন ঋনের সুদ ৫২,৩৫৫ কোটি টাকা এবং
  - বৈদেশিক ঋনের সুদ ৪,৫৫৪ কোটি টাকা
- অর্থনীতি সমিতির মতে দেশের মাথাপিছু ঋণ ৭৯,০০০ টাকা যা গত জুন'১৯ শেষে ছিল ৬৭,২৩৩ টাকা
- করোনাভাইরাসের কারনে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সঙ্কট উত্তরণে ৭২,৭৫০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা
  - তারমধ্যে ৫০,০০০ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে বড়-ছোট শিল্পকারখানা/সেবাখাতসহ/অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান
  - এক বছরে ভর্তুকি দিবে প্রায় ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।
- ফলে ব্যাংক গুলোকে তারল্য সংকটের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।
- কারন সরকারকেও ব্যয় মেটানোর জন্য ব্যপক হারে ব্যাংক ঋনের উপর নির্ভর করতে হবে।।

খ. প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আদায় কতটুক অর্জন হবে ?

- চলতি বছরে (২০১৯-২০২০) রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য ধরা হয়েছে ৩,৪০,১০০ কোটি টাকা।
- চলতি বছরের ১০মাসে আদায় হয়েছে ১,৭৩,০০০কোটি টাকা যা লক্ষমাত্রার ৫১% ।
- এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাকী দুই মাসে অবশিষ্ট রাজস্ব ১,৬২,১০০কোটি টাকা (লক্ষমাত্রার ৪৯%) আদায় করা সম্ভব কিনা ?
- আমরা মনে করি তা কোনভাবেই সম্ভব নয় এবং করোনা পরিস্থিতির কারনে করপোরেট ও ব্যক্তি পর্যায়ে আয়কর সংগ্রহ ও শুল্ক আদায় অনেকাংশে হ্রাস পাবে।
- এই পরিস্থিতিতে মে-জুন মাসে রাজস্ব আদায় বড়জোড় ৫০ থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা হতে পারে এবং রাজস্ব ঘাটতি বছর শেষে ১লাখ কোটি টাকারও বেশি হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

খ. প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব আদায় .. .. ..

- প্রতিবছর রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয় তা কখনও অর্জন করতে পারেনা।
  - ২০১৮-১৯ বছরে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২,৯৬,২০১ কোটি টাকা, কিন্তু আদায় হয়েছে ২,২৫,৯১৯ কোটি টাকা (৭৬%)
  - ২০১৭-১৮ বছরে ছিল ২,৪৮,১৯০ কোটি টাকা, কিন্তু আদায় হয়েছে ১,৯৬,৪২৫ কোটি টাকা (৭৯%)
- বাজেটে মোট উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২,১৫,৪৩ কোটি টাকা এবং সরকারি পরিচালন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩,৪৮,১৮০ কোটি টাকা, যা মোট উন্নয়ন ব্যয়ের বরাদ্ধ হতে ৬২% বেশি এবং চলতি বছর পরিচালন ব্যয় বাজেট হতে ১৮% বেশি।
- করোনাভাইরাসের কারনে সরকার কাম্য রাজস্ব আদায় করতে পারছেনা এবং ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।
- ফি-বছর সরকারি পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারি পরিচালন ব্যয় পুন:পর্যলোচনা করে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করে কিছুটা হলেও রাজস্ব ঘাটতি মোকাবেলা করা।

গ. অপ্রদর্শিত অর্থনীতি অভ্যন্তরিন সম্পদ সংগ্রহে বড় বাধা

- অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বা কালো টাকার সম্ভাব্য পরিমাণ জিডিপি'র ৪৮% হতে ৮৪% পর্যন্ত
- এর গড় হিসেবে চলতি অর্থবছরে সম্ভাব্য কালো অর্থনীতির (জিডিপি হিসেবে) পরিমাণ প্রায় ১৮লাখ কোটি টাকা এবং যা চলতি অর্থ বছরের বাজেটের ৩ গুনেরও বেশি।
- উক্ত ১৮লাখ কোটি টাকার ৫০% নিয়ন্ত্রন করে যদি তার উপর ২৫% কর ধার্য করা যায় তবে প্রায় ২,২৫,০০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা সম্ভব যা নতু বছরের লক্ষমাত্রার ৬৬%।

ঘ. অর্থ পাচার রোধ আমরা কতটুকু বন্ধ করতে পেরেছি ?

- Global Financial Integrity (GFI) এর মার্চ ২০২০ এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৮ থেকে ২০১৪ -এই ৭ বছরে পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন, বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়েছে ৪,৪৮,২৫৬ কোটি টাকা। যা প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৬৪,০০০ কোটি টাকা।
- উক্ত টাকা ২টি পদ্মা সেতু বা ২টি মেট্রোরেল বা ২বছরের স্বাস্থ্য খাতের বাজেটেরও বেশি।
- দুদক এর মতে পাচার করা অর্থের ৮০% হয় আমদানি-রফতানি বাণিজ্যের আড়ালে।
- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, সুইজারল্যান্ড সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সিকদার পরিবারের রয়েছে একাধিক কোম্পানি, হোটেল ও টেলিভিশন চ্যানেল।
- গার্মেন্ট মালিকরা ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে এবং মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসার আড়ালে অর্থ পাচার করছে। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন এনবিআর চেয়ারম্যান জানান, একজন গার্মেন্ট ব্যবসায়ী ২৯৭ কনটেইনার পণ্য রপ্তানি করেছেন, কিন্তু তার বিপরীতে এক ডলারও বাংলাদেশে আসেনি।

সাল/বছর	পাচারকৃত অর্থ
২০০৮	৫২৮ কোটি ডলার
২০০৯	৪৯০ কোটি ডলার
২০১০	৭০৯ কোটি ডলার
২০১১	৮০০ কোটি ডলার
২০১২	৭১২ কোটি ডলার
২০১৩	৮৮২ কোটি ডলার
২০১৫	১,১৫১ কোটি ৩০ লাখ ডলার

জিএফআই-কে ২০১৪, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের তথ্য-উপাত্ত দেওয়া

ঘ. অর্থ পাচার রোধ .. .. ..

- মালয়েশিয়ায় ২০০২ সালে "মাই সেকেন্ড হোম প্রোগ্রাম" চালুর পর থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ জুন পর্যন্ত মোট ৩,৯৪৪ জন বাংলাদেশী "সেকেন্ড হোম" সুবিধা নিয়েছে এবং পাচারের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৩য়।
- কানাডার 'বেগমপাড়ায়' বাংলাদেশের অনেক ধনী ব্যক্তি নাগরিকত্ব কিনে তাদের বেগম, ছেলেমেয়ে ও বাড়ি-সম্পত্তিসহ সেখানে রেখে দিয়েছেন। বাংলাদেশ হতে ১৯৭৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ঐ দেশে অর্থ পাচার হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা।
- পানামা পেপারস কেলেঙ্কারিতে ৪৩ জন বাংলাদেশির নাম পাওয়া গেছে, যারা মোসাক ফনসেকা নামক আইনি প্রতিষ্ঠানটির সহায়তায় কর ফাঁকি দিয়ে বিদেশে বেনামি প্রতিষ্ঠান গড়েছে। এদের মধ্যে ব্যবসায়ি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিরা রয়েছে।

NO	COUNTRY	TOTAL (2002- 2017)	SHARE
1	China	8,463	25.9%
2	Japan	4,193	12.8%
3	Bangladesh	3,944	11.8%
4	Ireland	2,386	7.3%
5	Iran	1,333	4.1%
6	Singapore	1,286	3.9%
7	Taiwan	1,191	3.6%
8	Korea	1,236	3.8%
9	Pakistan	967	3.0%
10	India	884	2.7%
11	Others	7,305	22.3%
TOTAL		33,188	100.0%

৬. ক্রমবর্ধমান ঋণ খেলাপী ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা ও বিনিয়োগ সংকট তৈরি করছে

- ব্যাংকিং সেক্টরে চলছে এধরনের অরাজকতা এবং তথাকথিত অভিজাত লুটেরারা জনগণের সঞ্চিত সম্পদ লুটপাট ও রাষ্ট্রীয় অর্থ বিদেশে পাচার করে চলছে।
- শুধু সরকারি ব্যাংকগুলো হতে আনুমানিক ২০ হাজার কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে। সরকার ঋন খেলাপীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেয়ার পরও দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপী ঋন ফি-বছর বেড়েই চলেছে। গত সেপ্টেম্বর'১৯ শেষে এর পরিমান ছিল ১,১৬,৮৮২ কোটি টাকা যা গত ২০১১ এর তুলনায় ৪১৬% বেশি।

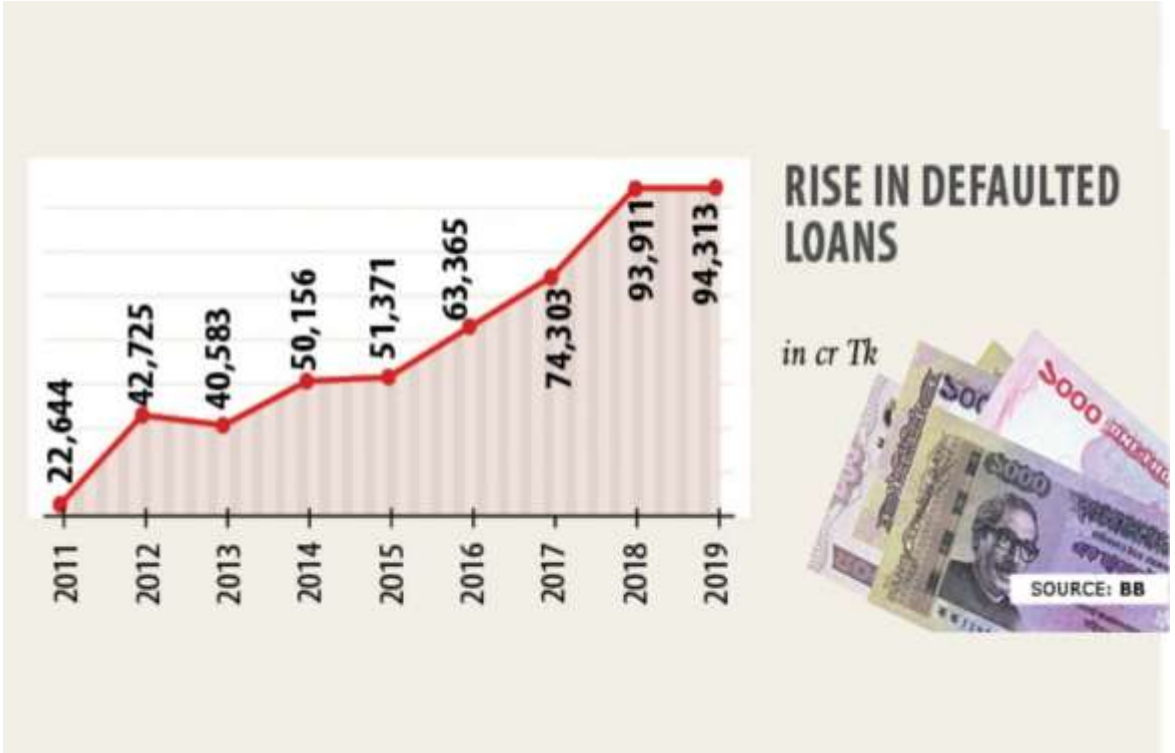

ঙ. ক্রমবর্ধমান ঋণ খেলাপী ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা .. ..

- এর সাথে পাল্লা দিয়ে মন্দঋনও রিসিডিউল/ নিয়মিতকরন করা হচ্ছে। গত জুন'১৯ শেষে রেকর্ড পরিমান মন্দঋন নিয়মিতকরন করা হয় যার পরিমান ছিল ৫০,১৮৬ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তি বছরের (২০১৮ সালে ২৩,২১০ কোটি) তুলনায় ১১৬% বেশি। সিপিডি-এর মতে গত জুন'১৯ মাস পর্যন্ত খেলাপি ঋণের পরিমান ছিল ১,১২,৪৩০ কোটি টাকা। এসব ঋণের পেছনে রাঘোব-বোয়ালদের হাত থাকায় এর আদায় যথাযথ ভাবে হচ্ছেনা।
- ব্যাংক ব্যবস্থার অরাজকতার জন্য ব্যাংকের পরিচালকরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দায়ী। বর্তমানে বেসরকারি ব্যাংকে একই পরিবার থেকে ৪জন পরিচালক থাকতে পারবে যা পূর্বে ২জন ছিল এবং ১জন ব্যক্তি টানা ৩ মেয়াদে ৯ বছর পরিচালক হিসেবে থাকতে পারবে। এর ফলে ব্যাংকগুলোতে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সুশাসনের ঘাটতি দেখা দিয়েছে।
- পরিচালকরা নিজেদের স্বার্থে নিজেদের মধ্যে আতাত করে একের পর এক গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি সত্ত্বেও বর্তমান সরকার কার স্বার্থে এই আইন পাশ করলো।

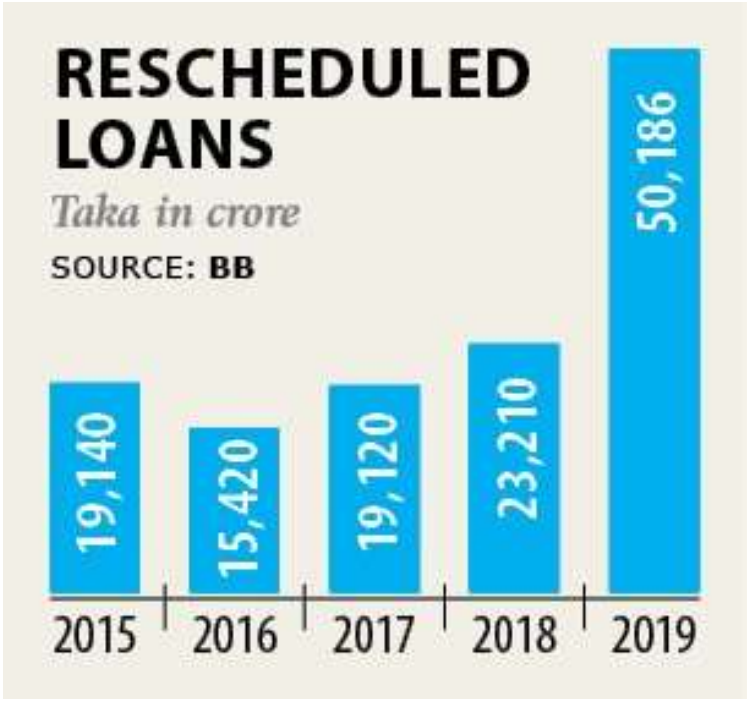

চ. বহুজাতিক কোম্পানী প্রকৃত কর দেয়না

- বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের অব্যবস্থাপনার সুযোগ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানীগুলো বিভিন্ন পন্থায় কর গোপন করে এসকল অর্থ বিভিন্ন পন্থায় Transfer Pricing এর মাধ্যমে তাদের প্রধান কার্যালয় বা তাদের অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোতে বা করস্বর্গ নামে পরিচিত দেশে স্থানান্তর করে।
- ফোন কোম্পানীগুলো (গ্রামীণফোন, বাংলালিংক, এয়ারটেল ও রবি) ২০০৭ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সিম বদলের নামে নতুন সিম বিক্রির মাধ্যমে প্রায় ৪,৩০০ কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকি দেয়।
- "ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ লিঃ (বিএটিবি)" পরামর্শ সেবার নামে ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের মাধ্যমে বিগত ৯ বছরে প্রায় ৬১৫ কোটি টাকার বেশি সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধ করে যা বছরে গড়ে প্রায় ৬৮কোটি টাকা। শুধু ২০১৫ সালে এর সেবামূল্য দাঁড়িয়েছে ৯৭.৮১ কোটি টাকা।
- কোম্পানীটি দু'টি ব্র্যান্ডের সিগারেটে মূল্য স্তরে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ১,৯২৪ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়।
- বিনিয়োগের সুযোগ নিয়ে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ২০১৩ সালে প্রায় ৭০০কোটি টাকা কর কম দেয়। ১৮টি দ্বিপক্ষীয় 'অপচুক্তি'র মাধ্যমে বিশ্বের ১৫টি দেশের প্রতিষ্ঠান এ দেশ থেকে এই টাকা নিয়ে যায়। রাজস্ব ক্ষতির এই অর্থ দিয়ে এদেশে প্রতিবছর ৩৪ লাখ মানুষের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যেত।

ছ. কালো টাকা পাচার রোধে ভারত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- ভারত আন্ত:দেশ ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ৮৮টি দেশের সাথে DTAAs এবং তথ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ২২টি দেশের সাথে TIEAs চুক্তি সম্পাদন সম্পাদন করেছে। এর ফলে ভারত ২০০২-২০১২ এই ১০বছরে পাচারকৃত অর্থের মধ্যে প্রায় ১১৭ হাজার কোটি রুপি রাজস্ব আদায় করে।

বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধে ভারত সরকার একটি বিশেষ আইন :

- বৈদেশিক সম্পদের আয় এবং সম্পদের তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে ১০বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড।
- এই ধরনের অপরাধ মীমাংসার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
- আয় বা সম্পদের তথ্য গোপন করলে আয় বা সম্পদের উপর ৩০০% কর আরোপ করা।
- আয়কর রিটার্ন জমা না দিলে বা এতে বৈদেশিক সম্পদের ভুল তথ্য দিলে ৭বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড।

দেশের ভিতরে কালো টাকার বিস্তার প্রতিরোধে বেনামী লেনদেন নিষিদ্ধন বিল:

- এই আইন দ্বরা সকল বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা
- ২০০০ ডলারের উপর কেনাকাটার ক্ষেত্রে PIN থাকা এবং এ ধরনের কেনাকাটায় নগদ লেনদেন নিষিদ্ধ।

ছ. কালো টাকা পাচার রোধে ভারত .. .. ..

কালো টাকা প্রতিরোধে ভারতীয় রুপি নোট বাতিল পদক্ষেপ:

- ভারত সরকার কালো টাকার বিস্তার রোধে পুরোনো ৫০০ এবং ১০০০ রুপি নোট বাতিলের ঘোষনা দিয়ে ব্যাংক হতে তার পরিবর্তে নতুন ৫০০ ও ১০০০রুপি নোট সংগ্রহের ঘোষনা দেয়, অন্যথায় সকল পুরাতন নোট বাতিল বলে গন্য হবে।

- শর্ত থাকে যে, যেপরিমান পুরাতন নোট পরিবর্তনের জন্য আনা হবে তার আয়ের বৈধ দলিল-দস্তাবেজ ব্যাংকে উপস্থাপন করতে হবে।

- এভাবে ইন্ডিয়া সরকার কালো টাকার বিস্তার রোধে একটি কার্যকর ভুমিকা রাখে।

জ. আমাদের প্রস্তাবনা

- ব্যাংক লুট, অর্থপাচার, দুর্নীতি ও চোরাচালান রোধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করা।
- শাস্তির বিধান রেখে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচার বন্ধ ও সরকার প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রয়োগ করা।
- দুদক ও এনবিআর-এ দক্ষ জনবল তৈরি, প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালীভাবে কাজ কার করার সুযোগ দিতে হবে। ডিজিটাল বা অটোমেশন পদ্ধতিতে রাজস্ব আদায় করতে হবে।
- আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা এবং ব্যাংক গুলোকে পরিবারতন্ত্র মুক্ত করা।
- অর্থ পাচার রোধে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের বাজার মূল্য যাচাইয়ের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন সেল থাকতে হবে। যাতে করে ঋণ পত্রে উল্লেখিত মূল্যের সাথে প্রকৃত বাজার মূল্য যাচাই করা যায়।
- মিস ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর বন্ধে বহুজাতিক কোম্পানি গুলো দেশে কত টাকা বিনিয়োগ বা লেনদেন করলো তা কঠোর ভাবে মনিটরিং কারা। পাশাপাশি এদের অডিট রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করা।
- বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) এর সঙ্গে অন্য দেশের ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের চুক্তিও আছে, তাই কারা কত টাকা পাচার করল তার বের করে এর শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।
- তাছাড়া মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন বন্ধে বাংলাদেশসহ ১৪৭টি দেশ আন্তর্জাতিক সংস্থা "এগমন্ট গ্রুপ" এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করায় এই পাচার করা অর্থের তথ্য পাওয়া সম্ভব।

ছ. আমাদের প্রস্তাবনা .. ..

- সুইজারলেন্ডস সহ অন্যান্য দেশের সাথে তথ্য আদান প্রদান ও ব্যাংক লেনদেনের স্বচ্ছতার উপর আন্ত-দেশীয় চুক্তি সম্পাদন করা এবং পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা।
- সরকারের আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা জোড়দার সহ পূর্বের নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অনিয়মের বিপরীতে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।
- করোনা ভাইরাসের কারনে যেহেতু কাম্য রাজস্ব আদায় হচ্ছেনা এবং ব্যয়ের জন্য ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, তাই সরকারের উচিত সরকারি অনুন্নয়ন ব্যয় পুন:পর্যলোচনা করে বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করা।
- বেনামী সম্পদ কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতের পথ অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন, ২০০০ ডলারের উপর যেকোন কেনাকাটায় PIN ব্যবহার এবং নগদ লেনদেন নিষিদ্ধ করা। ধরা পড়লে বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা।
- বাংলাদেশী নাগরিকদের বা কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশীদের বিদেশে সম্পদ ও ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে ফি-বছর বিবরণী বাংলাদেশে দিতে হবে। তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংকসহ শেয়ার বাজার কেলেংকারির আত্মসাৎকৃত টাকা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশসহ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- পানামা পেপারস-এ যেসব বাংলাদেশীর নামে অর্থ পচারের তথ্য এসেছে এবং মালয়েশিয়া, কানাডা সহ বিভিন্ন দেশে যারা নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে তাদের সকলের অর্থনৈতিক তথ্য পরীক্ষা করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

-- ধন্যবাদ --

ইক্যুইটিবিডি